সরল শোলাঙ্কি পরিচয়।

বা

(প্রাচীন শোলাঙ্কি জাতির পরিণাম।)

বঙ্গীয় শোলাঙ্কি সমাজের অভিপ্রায়ানুযায়ী

হাইকোর্টের উকীল

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চন্দ্র বি, এল, কর্তৃক

সরল ছন্দে রচিত।

(LABOUR OMNIA VINCIT)

কলিকাতা

১৯।২০ নং বাগবাজার স্ট্রীটস্থ পত্রিকা প্রেসে

শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

উপক্রমণিকা।

যে সময়ে লেখকের মধ্যম পিতৃব্য মেদিনীপুর কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র বি, এ, মহাশয় শোলাঙ্কি বা শুঁড়ী জাতি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তদবধি বর্ত্তমান আকারে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার করার বাসনা এই দীনের মনে মনে ছিল। 'বঙ্গীয় শোলাঙ্কি সমাজ' নামক সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেই এই দীনের কনিষ্ঠ পিতৃব্য দার্জ্জিলিঙ্গের অন্যতম এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ চন্দ্র বি, এ, বি, ই, মহাশয়েরও ঐরূপ অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া এই অকিঞ্চন সম্প্রতি সেই শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এতদ্দ্বারা বঙ্গীয় শোলাঙ্কি সমাজের লবমাত্রও উপকার হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই পুস্তক প্রণয়নে প্রধানতঃ উল্লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র বি এল, তৃতীয় পিতৃব্য মহাশয় প্রণীত 'মেদিনীপুর প্রদেশ নিবাসী শোলাঙ্কি বা শুণ্ডি জাতির আদি বৃত্তান্ত' নামক পুস্তক হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহার পাণ্ডুলিপি উক্ত মধ্যম পিতৃব্য মহাশয় দেখিয়া স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকের আয় 'বঙ্গীয় শোলাঙ্কি সমাজে'র শিক্ষা বিভাগে ব্যয় করা হইবে।

খিদিরপুর, কলিকাতা।
১৩১৭, চৈত্র।

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র।

উৎসর্গ পত্র।

বন্দনীয়-পাদ যে মহাপুরুষ বহুয়ায়াসলব্ধ ধন দিয়া অনাথের অভাব মোচন করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না, গৃহাভ্যন্তরে অর্থ-রক্ষা করিলে পাছে ঐরূপ আবশ্যক কালে ব্যয় করিতে গৃহিনী অসম্মতা হন ও অর্থার্থী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় যিনি গৃহের তৃণময় চাল মধ্যে, প্রাঙ্গনস্থিত পর্ণরাশির স্তরাভ্যন্তরে এবং ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষমূলে মৃত্তিকাতলে কোথাও বা চারিটী, কোথাও বা আটটী, কোথাও বা দ্বাদশটী মুদ্রা লুকাইয়া রাখিতেন এবং অধমর্ণ ঋণ শোধ করতঃ গৃহে যাইবার সময় যাহার নিকট 'হলবাহী বৃষ বিক্রয় করিয়া টাকা দিলাম' প্রকাশ করিলে, যিনি সেই বৃষ ফিরাইয়া আনার জন্য গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন, যিনি স্নেহাস্পদ অপত্য বিয়োগেও আদৌ বিচলিত হইতেন না, কোথাও যাইবার ইচ্ছা হইলে যিনি—মাতৃগর্ভে যে যাত্রায় উৎপন্ন হইয়াছি সেই যাত্রাই যাত্রা—বিবেচনায় শুভযাত্রার অপেক্ষা করিতেন না, যিনি সন ১২৫৪ সালে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণাদ্বিতীয়ায় সাতষট্টি বৎসর বয়সে কলিকাতা, খিদিরপুরের জীরেট নামক গ্রামের বাটীতে আক্রমণ-ভয়াতুরা দাসীর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সিপাহীগণের পথ অবরোধ করিয়া নির্ভীক ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে সেই স্থানেই যাঁহার পতন হয় এবং তিন দিবস মাত্র ভবানীপুরের জেনের‍্যাল হস্পিট্যাল' বা সাধারণ চিকিৎসালয়ে থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন, যিনি তদানীন্তন ভবানীপুরস্থিত সদর দেওয়ানী আদালতের মোক্তার

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

কার্য্যে ভূয়সী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, এবং মেদিনীপুরের ময়ূরভঞ্জ, নারায়ণগড়, ময়না, মহিষাদল, নাড়াজোল প্রভৃতি রাজন্য-বর্গ যাঁহাকে বিশ্বস্ত আমমোক্তার পদে ব্রতী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই মহনীয়-চরিত্র, যথার্থ ক্ষত্রিয়, দেবোপম, স্বর্গীয় পিতামহ বীর গুরুপ্রসাদ চন্দ্রের অবীক্ষিত শ্রীচরণোদ্দেশে এই ক্ষুদ্র উপহার কুসুম ভক্তিভরে অর্পিত হইল।

THE STORY IN SHORT

In Midnapore, Howrah, Hugli and Twenty-four Perganas, there is a caste known as the Solankis or Suklis. They are the remnants of the great Rajput tribe, the Solankis of Gujrat. One of the names of their first progenitor was Maharaja 'Sukla' and hence their other name.

The legend goes that Sukla, Soolanka or Chalooka together with three other Kshatria chiefs sprang out of a sacrificial fire made on the summit of Mount Abu by the excellent among the then Kanyakubja Brahmans, for the annihilation of the Bauddhas. The four chiefs did, it is said, assault four lacs of Bauddhas and subjugated the famous king Asoka, of which detailed account is found in the Mahavabishya Poorana and in Colonel Todd's Rajasthan.

It is said that Sukla had trident marks on the palms of his hands and soles of his feet. He was therefore named 'Soolanka' from which the present 'Solanki' is derived.

Maharaja Sookla or Soolanka resided in Dwaraka the present Gujrat and his descendants were known as

'Sooklis' or 'Solankis.' They were very wealthy and were therefore pillaged by the Pathans in the thirteenth-century, when some of them were forced to embrace Mahomedanism and the rest, in order to preserve their faith, fled from their native home Dwaraka in disguise, to seek fresh fields and pastures new

The Solankis had sixteen sub-divisions of which three came to Midnapore and succeeded in getting appointments under the then Orissa King as generals and soldiers for restoring peace and order in the Eastern-frontier between the Hindu and Musalman kingdoms. After long and serious troubles next to regular warfare they met with success and gradually rose into power.

But the Islamites became envious and headed by Afghan Chiefs such as Kalapahar, fought with and defeated the Solankis who were so much persecuted that in order to avoid conversion into Islamism and other like troubles, they made a sacrificial fire into which the valiant among them threw themselves alive and the remainder threw their sacred threads to dissemble their identity. Thus the end was exactly similar to the origin. The place where they thus discarded their sacred thread is still known as 'Sootchharah' i. e , the place of thread leaving

Thenceforth the Solankis lost their former glorified position in society and took to agriculture and weaving which were the prominent industries then in vogue among all sects of the Hindu society thus adopting the Vasya mode of life which the Kshatriyas have been ordained to do in times of famine and precarious state of life, by Mânu, the great Arya legislator. Some were engaged in trade and a small number in the learned professions.

In this pamphlet the agriculturists are asked to change their occupation for trade and other more lucrative employments and the whole community is requested to adopt Kshatriya rites and ceremonies by retaking the sacred thread.

সরল শোলাঙ্কি পরিচয়।

ভূমিকা খণ্ড।

—০—

(১) বন্দনা।

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ স্বদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥

বিশ্বদেব কুলদেব গুরুদেব আর।
স্বর্গগত পিতৃদেব দয়ার আধার॥
মূর্তিমতী শান্তিরূপা জননীচরণ।
বন্দনা (১) করিয়া দাস করে নিবেদন॥
জগতের হিতকারী, জগত জীবন।
পাদপদ্মে প্রণমিয়া হ'য়ে একমন॥
শুন ভাই। বঙ্গীয় শোলাঙ্কি বিবরণ।
যাহার শ্রবণে হবে দুঃখ বিমোচন॥

---

(১) জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

(২) আত্মতত্ত্ব।

কে আমি? আমারে কেন জারে তাপত্রয়?
করেছিলা প্রশ্ন সনাতন (২) মহাশয়॥
বস্তুতঃই আত্মতত্ত্ব বোধ না জন্মিলে।
জীবনের কি উদ্দেশ্য বুঝিতে নারিলে॥
উন্নতি আলোক কভু নাহি পাওয়া যায়।
অবনতি অন্ধকূপে অন্ধজন প্রায়॥
থাকিয়া পতিত পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে।
দুর্লভ মানব জন্ম বৃথা যায় ব'য়ে॥

(৩) আত্মবর্ণ-তত্ত্ব।

আত্মতত্ত্ব মধ্যে আত্মবর্ণ তত্ত্বসার।
ইহাতে না কর হেলা শুন বারম্বার॥
পরপুষ্ট শিশু যথা বিনা আত্মজ্ঞান।
হীনাশ্রয়ে থাকি' কভু না পায় সম্মান॥
কিন্তু যবে নিজরব শুনিতে সে পায়।
আর কি কোকিল থাকে কাকের কুলায়?
যখন সে স্বরকূটে বুঝিতে সে পারে।
তখনি উড়িয়া যায় আপন বাসরে॥
আমরাও সেইরূপ আত্মতত্ত্ব ভুলি।
অনাদৃত হ'য়ে সদা হীন ভাবে চলি॥
তাই ভাই ভগবান করিয়া করুণা।
প্রকৃত বৃত্তান্ত এবে করেন ঘোষণা॥

---

(২) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, বিংশপরিচ্ছেদ।

আমরা শোলাঙ্কি বংশ ছিল চিরশ্রুত
বর্ত্তমান বিবরণে তাই প্রমাণিত ॥
অতি গুহ্য এ সংবাদ মঙ্গল নিদান।
বারেক করিলে পাঠ পাবে নবপ্রাণ ॥
প্রাচীন শোলাঙ্কি মধ্যে সুবিজ্ঞ যাঁহারা
অতি সত্যরূপে ইহা জানিতেন তারা ॥

(৪) উৎকল পুঁথি।

লিপিবদ্ধ ছিল এই শুভ বিবরণ।
জানিত না এ সংবাদ জনসাধারণ ॥
উৎকল অক্ষরে পুঁথি তালপত্রে পাতা।
'সদাশিব স্বয়ং যেই দিলেন বারতা' ॥
কেদারে মহান্তী গৃহে হইত পূজিত।
মূল্যবান সেই পুঁথি এবে আবিষ্কৃত ॥
দীর্ঘকাল বঙ্গবাস করে শিখেছিল।
গুর্জ্জরী ভাষায় তাই পুঁথি না হইল ॥

(৫) বর্ত্তমান প্রবন্ধ।

সেই বিবরণ সহ প্রাচীন পুরাণ।
ইতিহাস মিলাইয়া এই উপাখ্যান ॥
ইহার পোষকরূপে বহু শিলালিপি।
জনশ্রুতি আছে আর বহু তাম্রলিপি ॥
এই বিবরণে রাখি' অটল বিশ্বাস।
পূর্ব্বভাব পুনঃ পেতে করহ প্রয়াস ॥
ভগবানে ভক্তি রাখ হবে তব জয়।
ইহাতে সংশয় নাই জেনো সুনিশ্চয় ॥

উদ্ভব খণ্ড।

(৬) মহারাজা শুক্লের আবির্ভাব।

বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবে বিপ্র হইয়া বিমন।
করিয়া কামনা তব করিতে নিধন ॥
অর্ব্বুদ গিরির শৃঙ্গে যজ্ঞকুণ্ড করি'।
ব্রহ্মহোম (৩) করিলেন অতি নিষ্ঠা করি'।
বেদ মন্ত্রবলে চারি ক্ষত্রিয় জন্মিল।
পরিহার, চপহানি, শুক্ল ও প্রমর ॥
সামবেদী প্রমর, চৌহান যজুর্ব্বেদী।
পরিহারাথর্ব্ববেদা, শুক্ল তিন বেদী ॥

(৭) বৌদ্ধ নিধন।

দ্বিজ ইচ্ছাক্রমে প্রমারাদি চারি ভাই।
বৌদ্ধ নাশ জন্য অংশ করিল সবাই ॥
ঐরাবত কুলে জাত (৪) গজে একে একে।
আরোহি' নিধন কৈল বৌদ্ধ মণ্ডলীকে ॥

---

(৩) এতস্মিন্নেব কালে তু কান্যকুব্জো দ্বিজোত্তমঃ।
অর্ব্বুদং শিখরং প্রাপ্য ব্রহ্মহোমমথাকরোৎ ॥
বেদমন্ত্র প্রভাবাচ্চ জাতাশ্চত্বারঃ ক্ষত্রিয়াঃ।
প্রমরঃ সামবেদী চ চপহানি র্যজুর্ব্বিদঃ ॥
ত্রিবেদী চ তথা শুক্লোঽথর্ব্বাণঃ পরিহারকঃ ॥
মহাভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গপর্ব্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(৪) ঐরাবতকুলে জাতান্ গজানারুহ্যতে পৃথক্।
অংশাংকং স্ববশং চক্রুঃ সর্ব্বে বৌদ্ধা বিনাশিতাঃ ॥
চতুর্লক্ষ স্মৃতাঃ বৌদ্ধাঃ দিব্যশস্ত্রৈঃ প্রহারিতাঃ ॥
ঐ ঐ

অশোক নৃপতি যবে করে বশীভূত।
চারিজন বৌদ্ধে দিব্য শস্ত্রে প্রহারিত॥
ভিন্ন ভিন্ন দেশ লভি' মনের মতন।
সকলেই করিলেন বংসের পত্তন॥

(৮) শুক্রের দ্বারকা রাজ্য।

তার মধ্যে শুক্ররাজা (৫) সৌরাষ্ট্রেতে গেল।
দ্বারকা নগরী মাঝে সুখে বাস কৈল॥
বামনের ইচ্ছামতে করি' বৌদ্ধজয়।
সুখে নিরাপদে রাজ্য করে দ্বারকায়॥

(৯) ত্রিবেদী শুক্রের তিন নাম ও তাহার অর্থ।

ত্রিবেদী বলিয়া শুক্র ধরে তিন নাম।
শূলাঙ্ক চালুক, শুক্র পুরাণ প্রমাণ॥
যজ্ঞকুণ্ডে শুক্র যবে উত্থিত হইল।
আদি নারায়ণস্তব কীর্ত্তন করিল॥
শুক্র (৬) স্তব করে পাঠ শুক্র যজু হ'তে।
তাই হয় শুক্র নাম কহে পুরাণেতে॥
হস্ত পদতলে শূল চিহ্ন ছিল ব'লে।
শূলাঙ্ক অভিধা হয় পুরাণেতে বলে॥

---

(৫) শুক্লো নাম মহীপাল গত আনর্ত্তমণ্ডলে।
দ্বারকা নাম নগরীমধ্যাস্য সুখিতোঽভবৎ॥
মহাভবিষ্য পুরাণ, প্রতিসর্গপর্ব্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়।

(৬) শুক্র অর্থাৎ আদি নারায়ণ।
শুক্ল 'রক্ত স্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ'।

শূলাঙ্ক রুদ্রেরে স্তবে সামবেদ হ'তে।
শূলাঙ্ক হইল নাম তাই অন্য মতে॥
বৌদ্ধ নাশ জন্য বিপ্র শিখা'ল চালন।
পাইল 'চালুক' নাম তাহার কারণ॥

(১০) শুক্রের বংশধরগণের তিন নাম।

শুক্রের ত্রিবিধ নাম শাস্ত্রমতে হয়।
তাই তাঁর বংশধর ধরে নামত্রয়॥
চালুক্য বা চৌলুক্য, শোলাঙ্কী শোকলী।
ক্ষত্রিয় সমাজে যারা অতি বলশালী॥
শোলাঙ্কীর অপভ্রংশে শোলাঙ্কি আখ্যান।
সামাজিক ব্যবহারে চলিত যে নাম॥

(১১) শোলাঙ্কির অগ্নিকুল।

যজ্ঞে জন্মি' শোলাঙ্কির হয় অগ্নিকুল।
ঐশ্বর্য্যে বীরত্বে যার নাই সমতুল॥
অদ্যাপিও আবু শৈল শিরে পাণ্ডাগণ।
বৌদ্ধজয়ী যজ্ঞকুণ্ড করে প্রদর্শন॥

(১২) পাঠান নিগ্রহ।

এইরূপে কিছুকাল শুক্রী রাজগণ।
করিলে রাজত্ব ভাগ্য হৈল বিবর্ত্তন॥
মিত্রতায় মিত্রলাভ বৈরিতায় অরি (৭)।
জগতের এই রীতি দেখহ বিচারি'॥

(৭) "ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা।"

ব শক্তি, কর্ম্মফল সদা ফলবান।
অজামিল, বালীবধ তাহার প্রমাণ॥
যৌক্ত নির্য্যাতন তাই হ'যে মূর্ত্তিমান।
শোলাঙ্কি নিগ্রহ জন্য হইল পাঠান॥
ইহা হ'তে শিখ ভাই বিনা ভালবাসা।
কদাচ করিতে নাই স্থায়ী শুভ আশা॥
নির্য্যাতনে নিষ্পেষণে যে উন্নতি হয়।
দুদিনের তরে তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান।
শোলঙ্কি রাজ্যের ধ্বংস করিল বিধান॥
ধনমান সবাকার করিয়া হরণ।
সৌরাষ্ট্র হইতে শুক্রী কৈল নির্ব্বাসন॥
প্রাণ ভয়ে কেহ কেহ মুসলমান হৈল।
আলাউদ্দিনের জিদ্ ক্ষণিক পূরিল॥
সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা নাহি কারও দোষ।
কারও প্রতি কভু ভাই না করিও রোষ॥
ক্রোধের সমান বৈরি (৮) নাই ত্রিজগতে।
সন্তোষের সম ধন না পাই দেখিতে॥
সিংহের কবলভুক্ত যেই মৃগ হয়।
তাহারই কালের দোষ (৯) মৃগেন্দ্রের নয়॥

(৮) নাস্তি ক্রোধাৎ পরো বৈরিঃ ন সন্তোষাৎ পরং ধনং।
ন শ্রীকৃষ্ণাৎ বিনোপাস্য নাস্তি প্রেম্নঃ পরং ফলং।

(৯) যে যাহার কর্ম্মফলে, ভোগ ভুঞ্জে মহীতলে।
উৎকল ভাগবত।

(১২) দাক্ষিণাত্য যাত্রা।

অবশিষ্ট যারা, সবে তীর্থ যাত্রী বেশে।
করিল প্রয়াণ ধর্ম্ম রাখিবার আশে॥
বাঘেলা (১০) তান্তিয়া, শুর্কী আদি কতিপয়।
শাখা যান দক্ষিণাত্যে ইতিহাসে কয়॥
আমাদের মধ্যে আছে এই জনশ্রুতি।
তাদেরই কতক করে এদেশে বসতি॥

(১৪) মেদিনীপুর আগমন।

কটক ও যাজপুর হইয়া কেদারে। (১১)
এসেছিল কেহ কেহ আশ্রয়ের তরে॥
তোমরা তাঁদের সুত, দাস শূদ্র নও।
উৎপত্তি ভাবনা কর শুভ যদি চাও॥
যেরূপে যে পথে তারা করে আগমন।
উৎকল পুঁথিতে আছে বহুল বর্ণন॥

---

(১০) এই বাঘেলা হইতে বাঘেলখণ্ড নাম হইয়াছে; (রাজস্থান)। বর্ত্তমান ভাগলপুরে মাধিপুরা ও সুপাল প্রভৃতি স্থানে মূল জাতির কিয়দংশ অদ্যাপিও বাস করিতেছেন। (cf W. W Hunter's Gazetteer) তাহাদের উপবীত আছে এবং তাঁহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম্মকালে লেখকের জ্যেষ্ঠ তাত শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ চন্দ্রের সহিত উক্ত স্থানের কতিপয় ভদ্র মহোদয়ের আলাপ হয়; তাঁহারা এদেশের সহিত কুটুম্বতা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু এতদ্দেশীয় শোলাঙ্কিগণের যজ্ঞসূত্র না থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

(১১) "যাজপুর দিয়া মল্ল কেদারে আইল।"—উৎকল পুঁথি।

(১৫) কেদারে গড় স্থাপন।

নন্দকপাসীর পথ বিখ্যাত এদেশে।
ঐ পথ দিয়া তারা কেদারেতে আসে॥
আসিবার কালে ছিল সমুদায় সাথে। (১২)
নারী, পুরোহিত, আর বহু "ঘানে" "মাথে"॥
যজ্ঞকুণ্ডে জন্ম যবে হৈল চারি ভ্রাতা।
মহানন্দে বহু নৃপ করিল জামাতা॥
সেই সেই নৃপতির পুরোহিতগণ।
সমাদরে যজাইল সেই চারিজন॥
'ভুড়ভুড়ি কেদার' নামে দিব্য প্রস্রবণ।
তাহারাই আবিষ্কার করেন প্রথম॥
পরাক্রান্ত দলপতি বীরসিংহ নামে।
বীরসিংহপুর গড় হৈল সেই স্থানে॥
কেদারনাথের পূজা কৈল প্রতিষ্ঠিত।
শ্রীচপলেশ্বর শক্তি বর্ণনা অতীত॥

(১৬) কেদার চরিত্র।

এখানেও দ্বারকার ন্যায় ব্যবহার।
রাজপুতোচিত যুদ্ধ বাণিজ্য (১৩) ব্যাপার॥
উৎকল রাজার সখা যবনের অরি।
প্রজার পালন কার্য্য দস্যু নাশ করি'॥
উড়িষ্যা অধিপ আর্য্য, অনার্য্য বঙ্গেশ।
উৎকল বঙ্গের মাঝে কেদার প্রদেশ॥

---

(১২) "সব্ কুছ্ কে ইন্‌কে সাথে"—মাগধ সঙ্গীত।
(১৩) গুজরাটবাসীর বাণিজ্য প্রভাবে চিরদিনই ধনেশ্বর।

সুকঠিন কর্ম্ম তথা সীমান্ত রক্ষণ।
যোগ্য পাত্র পেয়ে নৃপ কৈল নিয়োজন॥

(১৭) মুণ্ড ও গর্দ্দান মরাই।

যত দস্যু উপদ্রব করে সেই দেশে।
শোলাঙ্কির হাতে হত হৈল অবশেষে॥
সাতশত দস্যু নাশি' বীরসিংহ রায়।
পৃথক্ প্রোথিত কৈল মুণ্ড আর কায়॥
গর্দ্দান যে ভাগে রাখে 'গর্দ্দানমরাই' নাম।
মুণ্ড যেই ভাগে 'মুণ্ডমরাই' আখ্যান॥

(১৮) শ্রীশ্রীমুণ্ডেশ্বরী।

নরমুণ্ড দেয় বলি পদে চণ্ডিকার।
তদবধি মুণ্ডেশ্বরী নাম হৈল তার॥
অদ্যাপিও এই সব আছে বিদ্যমান।
কেদারে শোলাঙ্কি বীর্য্য করিতে প্রমাণ॥

(১৯) 'সিংহ' স্থলে 'মাইতি' উপাধি।

এইরূপে নিষ্কণ্টক করিয়া কেদার।
আপন বীরত্বে রাজ্য করিল বিস্তার॥
নবোৎসাহে কিছুকাল করিল যাপন।
গড় ও গড়িয়া বহু করিল স্থাপন॥
দেবালয়, সরোবর, সদাব্রত দান।
করিল মনের মত বহু অনুষ্ঠান॥
উড়িষ্যা রাজের কার্য্যে উৎকলাখ্যা পেয়ে।
'মহান্তী' বা 'মাইতি' আখ্যা হৈল 'সিংহ' গিয়ে॥

(২০) দক্ষিণ কেদার।

উত্তর কেদার উহা, শুন তারপর।
কালীঘাই পারে গ্রাম অতি মনোহর॥
দক্ষিণ কেদার নাম, প্রথম যথায়।
কানুনগো'র (১৪) গোষ্ঠীপতি করেন আশ্রয়॥
সেখানেও আছে এক দিব্য প্রস্রবণ।
সেখানেও প্রতিষ্ঠিত আছে শিবাচ্চন॥
কানুনগো'র পূর্ব্বতন কোন মহামতি।
মহীপতি ভোঁস্‌লার লভি' অনুমতি॥
দণ্ড মুণ্ড রাজন্যের অধিপের পদে।
থাকি' নিয়োজিত বাস করিত সম্পদে॥
সে সনন্দ অদ্যাপিও আছে বিদ্যমান।
হায়! হায়! কোথা এবে সে পূর্ব্ব সম্মান?
শোলাঙ্কি সন্তান! ধিক্ জীবনেতে তোর।
আর কবে ভঙ্গ হবে দীর্ঘ নিদ্রা ঘোর?

---

(১৪) ইঁহাদের পদবী 'পট্টনায়ক'। কানুনগো বা সেকালের কলেক্টরের কর্ম্ম করায় ইঁহারা কানুনগো উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের সদাব্রত ও শ্রীশ্রী৺রাধামদনমোহনের সেবা প্রসিদ্ধ। কোন সময়ে প্রেমিকভক্ত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে ইঁহাদের শ্রীশ্রী৺মদনমোহনজীউর যেরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও মনোমোহন মূর্ত্তি, তাহা বঙ্গে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভোঁসলা সরকার হইতে যে সনন্দ ইঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভূতপূর্ব্ব লোকসংখ্যার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু * * চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, মহোদয় অতি যত্নে পাঠ করিয়া অর্থ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

প্রকৃত মর্য্যাদা নিজ করিয়া স্মরণ।
সমাজে প্রতিষ্ঠা হেতু কর সবে পণ॥
দুর্ব্বলতা নিরুৎসাহ করি' পরিহার।
সামাজিক ক্লেশ দূর কর আপনার॥

(২১) যবন আক্রমণ।

মানবের চিরদিন সমান না যায়।
সুখ দুঃখ সদা ফিরে রথ চক্র প্রায়॥
শোলাঙ্কি শাসনে ক্ষুণ্ণ হইয়া যবন।
রাজ্য হেতু আরম্ভিল প্রাণপণ রণ॥
সে রণের ভীষণ বর্ণনা যদি চহ।
গদ্য গ্রন্থ (১৫) যত্ন করি' করহ সংগ্রহ॥
সেই যুদ্ধে বীর যত হইল নিহত।
শোলাঙ্কি গৌরব রবি করি' অস্তমিত॥

(২২) সূত্রত্যাগ।

ছিল যারা লুক্কায়িত জীবনের ভয়ে।
সভা করি' যজ্ঞসূত্র যজ্ঞকুণ্ডে দিয়ে॥
অন্ন লাগি' বৈশ্যবৃত্তি করি' অবলম্বন।
করিছে তাহারা দুঃখে জীবন যাপন॥
যেই স্থানে যজ্ঞসূত্র করে পরিহরি।
আজিও বিখ্যাত নাম 'সূতছাড়া' তার॥
দ্বিজের এ দুর্ঘটনা নহে চমৎকার।
শিবাজীর সূত্রাভাব (১৬) প্রমাণ তাহার॥

---

(১৫) উপক্রমণিকায় এই গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে।
(১৬) সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত ছত্রপতি শিবাজীর জীবনচরিত।

আরও দেখ যশস্বীর ইতিহাস (১৭) পড়ি'।
শ্রীকৃষ্ণ বংশজ হয় জাঠ ও আভোরী॥
ছত্রপতি শিবাজীর, শ্রীকৃষ্ণ বংশের।
হেন দশা যদি হয় চক্রে অদৃষ্টের॥
রাজ্যভ্রষ্ট নির্ব্বাসিত শোলাঙ্কি ক'জন।
পাবে হীন দশা নহে বিচিত্র কখন॥

(২৩) বর্ত্তমান অবস্থা।

নহ নীচ সেবাজীবী তোমরা কখন।
বৈশ্য কৃষিজীবী (১৮) সবে হয়েছ এখন॥
মূলে কিন্তু তারও উচ্চে ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে।
ছিলে ভাই সুবিখ্যাত পাবক কুলেতে॥
বিবাহে অস্ত্রের যোগ গায়িত্রী শ্রবণ।
বুঝিবে ইহাই পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
সামন্ত বিভাগ আর ভাই প্রথা আদি।
আছে বহু চিহ্ন বুঝ সাবধানে যদি॥

(২৪) তিন শাখা।

ষোল শাখা শোলাঙ্কির তার মধ্যে তিন।
বঙ্গদেশে করি' বাস আছে বহুদিন॥
এই তিন শাখা হৈল তিন সম্প্রদায়।
পৃথকান্ন যথা তিন সহোদর হায়!
তাই তিন শাখা এবে বঙ্গীয় জাতির।
শাখা প্রতি গৃহ সংখ্যা শুন হ'য়ে স্থির॥

---

(১৭) মহামতি টড প্রণীত রাজস্থান।
(১৮) "কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজং"।

চতুর্দ্দশ শত ঘর হয় কৃষকের।
পাঁচশ বাযান্ন গৃহ অসিত পক্ষের॥
অশীতি ভবন আশীঘোরে নামে খ্যাত।
কৃষকের ভেদ এবে হও অবগত॥
'দশাশ্বী', 'দ্বাদশ ভাই,' 'বাহাত্তরঘরী'।
'মত্তকরী' খ্যাত যাহা আছে 'মজকরী'॥
খাওয়া কি বিবাহ নাই পূর্ব্ব তিন স্তরে।
অশীতি পতিত বড় বিপাকের ফেরে॥
অসিত ও কৃষকেরও হইযাছে তাই।
বিবাহাদি কর্ম্মে বড় ঘটিছে বালাই॥
একেত সংখ্যায কম তা'য় তিন থাক।
কেন না হইবে বল বিবাহ বিপাক?
হিন্দু ভিন্ন জাতি দেখ সংখ্যা বৃদ্ধি তরে।
নানামতে কত যত্ন অবিরত করে॥
গ্রহণ দূরের কথা শাস্ত্রীয তা নয়।
পড়িতে বিলাতে গেলে সেও গ্রাহ্য নয॥
এখন সেভাব নাই হিন্দুর অন্তরে।
প্রাযশ্চিত্ত করাইযা লইতেছে ঘরে॥
এক জাতি মধ্যে আছে শ্রেণীভাগ যত।
উঠাইয়া দিতে সবে হয়েছে উদ্যত॥
ভেদ নীতি যত কমে ততই মঙ্গল।
আজকাল এই ভাব হয়েছে প্রবল॥
আমাদের শুভ চিন্তা কর সবে মিলি'।
একত্বের স্রোতে ভেসে যাক্ দলাদলি॥

(২৫) পুরোহিত।

বাঙ্গালায় শোলাঙ্কির আগমন কালে।
পুরোহিত ছিল সঙ্গে জনশ্রুতি বলে॥
কিন্তু সে দু'চারি ঘরে চলিবে কদিন?
কিছুকাল পরে সংখ্যা হ'ল অতিক্ষীণ॥
কাজেই রাঢ়ীয় দ্বিজে দিয়া বহুমান।
যজনাদি কর্ম্মের হইল বিধান॥
নামে সর্ব্বেশ্বর (১৯) দক্ষবংশে সমুৎপত্তি।
'অবসথ পালি' যজ্ঞে আখ্যা 'অবসথী'॥
বিক্রমপুর হ'তে আসি' সহ ধনমান।
দেশমুখ গ্রামে কৈল প্রভু অধিষ্ঠান॥
মুনি রামানুজ তাঁর কুলের নন্দন।
শোলাঙ্কি যাজন কৈল শ্রীরামজীবন॥

---

(১৯) দক্ষান্বয়েঽভবদ্বিপ্রো নাম্না সর্ব্বেশ্বরো মহান্।
লেভে যোঽবসথী সংজ্ঞাং যজ্ঞেঽবসথ পালনাৎ॥
যোঽন্বতিষ্ঠৎ ক্রতুং নাম গ্রামে দেশমুখাভিধে।
আগত্য বিক্রমপুরাৎ ধনমান সমন্বিতঃ॥
মুনিরামানুজস্তস্য বংশজোরামজীবনঃ।
হন্ত যাজন দোষেণা ভবদ্বিপ্রোদকী কৃতঃ॥
শোলাঙ্কি শুক্লোনাম ভেদঃ ক্ষত্রিয সম্ভবঃ।
*   *   *   *
*   *   *   *
ক্ষত্রিয়াখ্যং যজ্ঞসূত্রং ত্যক্ত্বা দ্বৈমলতাং গতাঃ।
অথাসৌ সম্প্রদায়েঽভিষিক্তো রামজীবনঃ॥
ইতি বংশপ সর্ব্বেশ্বর সন্তানম্।

ইঁহারাও ক্ষীণ যেথা হ'লেন সংখ্যায়।
উৎকলের ব্রাহ্মণেতে পৌরহিত্য পায়॥

(২৬) পুরোধাবৃন্দের প্রতি নিবেদন।

হে দক্ষবংশজ পূজ্য পুরোহিতগণ।
সেবকের সুবিনীত এই নিবেদন॥
বেদপাঠ (২০) শাস্ত্র চর্চ্চা, ব্রহ্ম অনুভূতি।
যাতে বৃদ্ধি পায তার করুন যুকতি॥
জনমের কালে শূদ্র দ্বিজ সংস্কারে।
বেদ অধ্যয়ন কৈলে বিপ্র নাম ধরে॥
ব্রহ্ম অনুভূতি লাভ কবিলে ব্রাহ্মণ (২১)।
এই বাক্য মনে যেন থাকে অনুক্ষণ॥
দরিদ্রের বিদ্যাশিক্ষা নহে অসম্ভব।
বহু সাক্ষ্য আছে, যত্নে সকলই সম্ভব॥

প্রার্থনা খণ্ড।

(২৭) নিবেদন।

কর সবে চেষ্টা পেতে সে পূর্ব্ব সম্মান।
হ'ওনা বিস্মিত শুন হ'য়ে সাবধান॥
কিছুই আশ্চর্য্য নয় কৃষ্ণ কৃপা হ'লে।
পঙ্গু লঙ্ঘে উচ্চ গিরি মূকে কথা বলে॥

---

(২০) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। মনু ২।১৬৮
(২১) জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈঃ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠেন বিপ্রঃস্যাৎ ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ॥

কৃষ্ণ কৃপা কি প্রকার পাইবে কেমনে।
মন দিয়া শিখ তাহা শ্রীগুরু চরণে।
দুর্লভ জীবন ভাই! আবাদ পাইলে।
অবশ্যই ফলে সোণা রামপ্রসাদ বলে॥
প্রমাণ তাহার দেখ গ্রীসীয় রোম্যান।
প্রাচীন ভারতবাসী আর ঈজিপ্স্যান॥
সমাজে সুখ্যাতি সবে করেছে অর্জ্জন।
কেন তবে চেষ্টাহীন আমরা কজন?
বৈধভাবে, শান্ত হ'য়ে, আইন সংযত।
উন্নতির চেষ্টা করা নয় কি বিহিত?
বর্ত্তমান কালে দেখ উড়ে, মুসলমান।
মান্দরাজী, নাগপুরী, নেটিভ খৃষ্টান॥
সকলেই সুখে থাকে করে মহোন্নতি।
তবে ভাই! আমাদের কেন এ দুর্গতি?
অদৃষ্ট চক্রের কথা মুছ স্মৃতি হ'তে।
চেষ্টারূপ বেগবান অশ্ব যুড় তাতে॥
কেবল চাকায় রথ কখন না চলে।
বরঞ্চ চলিতে পারে তুরঙ্গ জুড়িলে॥
চাকা আর অশ্ব দুই করিলে যোজনা।
মহাবেগে চলে রথ নাহি মানে মানা॥
অতএব বুঝ ভাই হ'য়ে সাবধান।
চেষ্টা আর ভাগ্য মধ্যে চেষ্টাই প্রধান॥

(২২) "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য বিশন্তিবদনেমৃগাঃ" রামায়ণ।

অন্ন ও ব্যঞ্জন দেখ ভোজনের কালে।
উঠে না বদনে (২২) করে চেষ্টা না করিলে॥
বৃষ যদি থাকে ভাই না করে কর্ষণ।
সে বৃষে কেমনে হবে দুঃখ নিবারণ?
সেইরূপ হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ জ্ঞান।
দিয়াছেন দয়া করি' জীবে ভগবান॥
আলস্য ত্যজিয়া করি' যত্ন প্রাণপণ।
সে গুলির যথাসাধ্য করিলে চালন॥
অবশ্য দারিদ্র্য নাশ জ্ঞান ভক্তি যোগ।
হবে ভাই সুনিশ্চয় না ছাড় সুযোগ॥
চেষ্টা করি' কোন কর্ম্ম না হয় সাধন।
তাতে কিছু দোষ নাই (২৩) শাস্ত্রের বচন॥
কপালে কি আছে যদি চাও দেখিবারে।
হস্তপদ চক্ষুকর্ণ খাটাও সবারে॥

(২৮) উদ্বোধন।

উঠ নিদ্রা পরিহরি' দেখ চক্ষু মেলি'।
সর্ব্ব জাতি চ'লে যায় তোমাদের ফেলি'॥
কর দৃঢ় পণ ধর দৃঢ়তর ব্রত।
শোলাঙ্কি সুনাম পুনঃ করিতে স্থাপিত॥
সামাজিক সুপ্রতিষ্ঠা করিতে উদ্ধার।
শতবিঘ্নে পরাঙ্মুখ হ'ওনা এবার॥
বীরসিংহ, মূলরায়, বিক্রম আদিত্য।
তোমাদেরই পূর্ব্ববংশ মনে রেখো নিত্য॥

---

(২৩) "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?"—রামায়ণ।

তোমরাত শূদ্র নও হও রাজপুত।
মুসলমান নির্য্যাতনে লুকায়েছ সূত॥
পূর্ব্ব তত্ত্ব স্মরি' সবে হও অগ্রসর।
উন্নতি অচল চূড়ে আরোহ সত্বর॥

(২৯) বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ।

আমাদের পূর্ব্ব পিতৃমহ দেবগণ।
অতি বিচক্ষণ তাঁরা ছিলেন তখন॥
বিপত্তির কালে তাই করেন গ্রহণ।
বৈশ্যোচিত কর্ম্ম ধরি' মনুর বচন (২৪)॥

---

(২৪) 'অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥" মনু ১০।৮১
"উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতিচেদ্ভবেৎ।
কৃষি গোরক্ষামাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্॥" ঐ ঐ ৮২
"জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্ব্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।
নত্বেবং জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যেত কর্হিচিৎ॥" ঐ ঐ ৯৫
"অনাচরন্নকার্য্যাণি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্।" ঐ ঐ ৯৮

অর্থাৎ

যদি ব্রাহ্মণ যথোক্ত অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তি দ্বারা কুটুম্ব সংবর্দ্ধন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হন, তবে গ্রাম নগর রক্ষাদি ক্ষত্রিয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কারণ, ইহাই তাঁহার আসন্নবৃত্তি। মনু ১০।৮১

নিজবৃত্তি ও ক্ষত্রিয়বৃত্তি এই উভয়বিধ কর্ম্মদ্বারা যখন ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিবে তখন কৃষি বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি তাঁহার অবলম্বনীয় হইবে। ঐ ঐ ৮২

ব্রাহ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা উক্ত হইল, ক্ষত্রিয় বিপন্ন হইলেও তদনুরূপ জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু কখনও বিপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। ঐ ঐ ৯৫

কিন্তু আপদমুক্ত হইলেই হীনবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। ঐ ঐ ৯৮

কৃষি শূদ্রবৃত্তি নয় জেনো সুনিশ্চয়।
বৈশ্য কর্ম্ম তাহা যাতে ধনাগম (২৫) হয়॥
শূদ্রের সেবাই কার্য্য (২৬) ধনাগম নয়।
বাহক প্রভৃতি জাতি সাক্ষ্য তার হয়॥
আমরা ত সেবা কার্য্য কখন না করি।
তবে কেন ভ্রান্ত প্রায় শূদ্র নাম ধরি?
যদি বল তিরিশ দিবস তবে কেন।
অশৌচ পালন বিধি? তার কথা শুন॥
বঙ্গদেশে গোপ আদি বৈশ্য যত আছে।
তাদের যেরূপ বিধি তেমনি হ'য়েছে॥
উপবীত ত্যাগ তার আর এক কারণ।
ধর উপবীত, পাবে ক্ষত্র আচরণ॥
কায়স্থেরা দেখ এবে ধরি' উপবীত।
দ্বাদশ দিবসে শৌচ করিছে বিহিত॥
কত যে সুবিধা তায় বলা নাহি যায়।
আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত কি নয়?
শূদ্রের যে ক্ষুদ্র স্বত্ব মনুর বিধানে।
দেখিলে অবাক্ ভাই, হ'তে হয় মনে॥
শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণেরও অতি হেয় স্থান।
তাই বলি ত্বরা ত্যাগ কর শূদ্র নাম॥

---

(২৫) দেশে যে ধন আদৌ ছিল না উৎপাদক পরিশ্রমে (productive labour) তাহার আবির্ভাব হয়। ইহাকেই 'ধনাগম' বলে। যেমন, ধান্যাদি উৎপাদন, বহির্বাণিজ্য দ্বারা দেশে ধনানয়ন ইত্যাদি

(২৬) সেবাকার্য্যে 'ধনাগম' হয় না। আগত ধনের অর্জ্জন বা হস্তান্তর বা বিনিময় হয় মাত্র।

মন দিয়া মূলতত্ত্ব করহ বিচার।
আমরা শোলাঙ্কি বংশ জেনে রেখো সার ॥
কারণ অভাবে (২৭) কার্য্য না পাবে থাকিতে।
সে বিপত্তি নাই এবে ভেবে দেখ চিতে ॥
হীনবৃত্তি ত্যজিবার প্রকৃষ্ট সুযোগ ॥
হ'য়েছে এখন সবে কর মনোযোগ ॥

(৩০) সংজ্ঞা বিচার।

আর এক কথা ভাই শুন দিয়া মন।
উৎপত্তি বিষয় যাতে হবে নিরূপণ ॥
ব্রাহ্মণ হয়েছে নাম ব্রহ্মকে জানিয়া।
বৈদ্য আখ্যা পায় আয়ুর্ব্বেদ অভ্যাসিয়া ॥
গ্রহের গণনা করি' গ্রহবিপ্র নাম।
স্তুতি পাঠ করি' ভাট সূত অভিধান ॥
গো পালন করে গোপ, ক্ষৌর ক্ষৌরকার।
লৌহকর্ম্ম করি' সংজ্ঞা ধরে কর্ম্মকার ॥
বণিক্ অভিধা, করি' বাণিজ্য ব্যাপার।
কুম্ভ গড়ি, কুম্ভকার, কাংস্য কাংস্যকার ॥
বারুজী বোরোজ রাখে, তাম্বুল তাম্বুলী।
স্বর্ণকর্ম্মে স্বর্ণকার, মালা রচি' মালী ॥
জাল ফেলি' জেলে, সূত্রধরি' সূত্রধর।
রজকের বৃত্তি বস্ত্র রজঃ পরিষ্কার ॥

---

(২৭) কিন্তু আপদমুক্ত হইলেই হীনবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে।
মনু ১০।৯৮

বিষ্ণু উপাবক তাই বৈষ্ণব আখ্যান।
শাঁকারী গড়িয়া শাঁকা বুঝহ সন্ধান॥
তেল করি' তেলী, তাত বয়নিয়া তাঁতী।
এইরূপ পরিচিত এদেশের জাতি॥
আমরা সেরূপ নহি দেখহ প্রমাণ।
বিচার করিয়া বুঝ আমাদের নাম॥
কর্ম্ম প্রকাশক নহে ঐ অভিধান।
বংশ পরিচয় তাহে সুস্পষ্ট প্রমাণ॥
'শুক্লী' নাম হয় জন্ম লভি শুক্লবংশে
শোলাঙ্কি বলিয়া খ্যাত যাহা ইতিহাসে॥
শূলাঙ্ক চালুক নামে কর্ম্ম পরিচয়।
বৌদ্ধ নির্যাতনে তাহা প্রতিপন্ন হয়॥

(৩১) উন্নতির লৌকিক উপায়।

কৃষ্ণ কৃপা গুরু কৃপা পরমার্থ সার।
লভিলে যে ধন থাকে অলভ্য কি আর?
এ প্রবন্ধ সামাজিক, লৌকিক নিশ্চয়।
লৌকিক উপায় কিছু করি বিনির্ণয়॥
সুঅধ্যবসায় আর সুদূরদর্শন।
অপক্ষপাতিতা, ধৈর্য্য আর পরিশ্রম॥
নিঃস্বার্থ স্বজাতি প্রেম মনের একতা।
অদম্য উদ্যম যাহে লক্ষ্মী প্রসাদিতা॥
ইত্যাদি বিবিধ গুণ ইংরাজের ঠাই।
সযতনে অবিরত শিক্ষা কর ভাই॥

চক্ষু মেলি' দেখি তাঁরে আদর্শ করিয়া।
তাঁহার সদ্‌গুণ রাশি শিখ মন দিয়া॥
গুণে তাঁরে গুরু কর বিলাসেতে নয়।
দরিদ্রের বিলাসিতা অনর্থ নিশ্চয়॥
ভীরুতা, অদৃষ্টবাদ শাস্ত্র বিগর্হিত।
একেবারে কর ত্যাগ চাও যদি হিত॥
প্রাচীন মহিমা পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় গৌরব।
ফিরে পাওয়া—সে কথা কি এতই দুর্লভ?
কি ভাবিছ? ভাবনা কি? উর্দ্ধে ওই শুন।
"সিদ্ধিমেতি দৃঢ় ব্রতঃ" দেবের বচন॥
গুণ কর্ম্ম (২৮) অনুসারে বর্ণ ভাগ হয়।
সে গুণ সে কর্ম্ম চেষ্টা কর হবে জয়॥
কুগুণ কুকর্ম্ম কর ক্রমে বিসর্জ্জন।
সুগুণ সুকর্ম্ম একে একেতে গ্রহণ॥
কিছুই দুরূহ নয় দৃঢ় ইচ্ছা রাখ।
তার সাক্ষ্য মার্হাট্টির সুরাত্যাগ দেখ॥
যে খাইবে মদ তারে লইয়া না খাবে।
করেছে প্রতিজ্ঞা মহারাষ্ট্রবাসী সবে॥
এইরূপে শুভ ব্রত দৃঢ় ভাবে ধরি'।
শোধিত করিতে হবে জীর্ণ জাতি-তরি॥
পুরুষেকে নাহি হয় চিন্তা কিবা তায়?
আরম্ভ করিলে শেষ ঐ দেখা যায়॥

---

(২৮) "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।" গীতা।

আমরা পুঁতিব বীজ বাড়িবে অঙ্কুর।
ভাবী বংশধর ফল লভিবে প্রচুর॥
অতএব ছাড় বৃথা আলস্য জড়তা।
আজীবন কর যত্ন লভিয়া একতা॥
একতা অমূল্য নিধি সুবাবাধ্য ধন।
একতার তরে যত্ন কর প্রাণপণ॥
একতায় কিনা হয় তৃণগুচ্ছ (২৯) হের।
অনায়াসে বদ্ধ রাখে মত্ত দন্তিবর॥
বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষি' প্রাবৃট্ সময়।
মহান ভূপৃষ্ঠ কিবা করে জলময়॥
পৃথক্ পৃথক্ তৃণ হ'য়ে একত্রিত।
ররষায় নরে কিবা ররে সুরক্ষিত॥
আর এক কথা শুন মন দিয়া এবে।
সামাজিক উর্দ্ধগতি চাও যদি সবে॥
অপর সমাজে হীন হ'ওনা কখন।
দৃঢভাবে ধর্ম্মপথে কর বিচরণ॥
দুর্ব্বলচিত্তের মান নাই সমাজেতে।
সবলের প্রতিপত্তি চিরদিন তাতে॥
অপর সমাজবর্গ আমাদের প্রতি।
যে যেরূপ ব্যবহার করিবে সম্প্রতি॥
তার প্রতি সেইরূপ আচরণ চাই।
তাতে কিছু ক্ষতি হয় তায় ভয় নাই॥

---

(২৯) "তৃণৈ গু র্ণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" পঞ্চতন্ত্র।

সমাজে নবম যদি হও তার ঠাঁই।
চিরদিন হীন বলে' ঘুষিবে সবাই ॥
যে যার সমাজে শ্রেষ্ঠ, উচ্চ নীচ নাই।
সবাই সমান, যথা পৃথকান্ন ভাই ॥
শিষ্ট জাতি হ'তে কেহ হ'লে পতিত।
হয় কি সে অপর সমাজে প্রচলিত।
এই কথা মনে রাখি' চল অনুক্ষণ।
স্বজাতি মর্য্যাদা কভু না কর লঙ্ঘন ॥
পঞ্চাশ বৎসর আগে যা ছিল সম্মান।
আত্মসম্মানের রক্ষা তাহার নিদান ॥
আমাদের পিতৃপিতামহগণ সদা।
অতি যত্নে রাখিতেন জাতীয় মর্য্যাদা ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান ব্রত সদাচার।
তাপস নিষ্ঠা পণ্যকর্ম্ম সাধিতেন আর ॥
দরিদ্র হ'লেও মান রাখি' চিরদিন।
অদ্বিজ সমাজে কভু না হ'তেন হীন ॥
ফল ভারে নত ফল অভাবে উন্নত।
রসালের এই গুণ সাধিবে সতত ॥
আর দেখ পুরুষের না হইলে ধন (৩০)।
সমাজে সম্মান নাহি হয় কদাচন ॥

---

(৩০) শূরঃ সুরূপঃ সুভগশ্চ বাগ্মী।
সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিদাং করোতু।
অর্থং বিনা নৈব যশশ্চ মানং।
প্রাপ্নোতি মর্ত্ত্যোঽত্র মনুষ্য লোকে ॥ পঞ্চতন্ত্র।

সেই 'ধনাগম' যাতে তার চেষ্টা রাখ।
সাধিলেই সিদ্ধিলাভ মনে ভেবে দেখ॥
যে কাযেতে অল্প লাভ তাতে কাম নাই।
যাতে কিছু বেশী পাও তাই ধর ভাই॥
সকল কর্ম্মের সার বিদ্যা সর্ব্ব আগে।
বিদ্যা শিক্ষা তরে তব যত্ন যেন থাকে॥
বিদ্যালোকে আলোকিত নহে যার মন।
কিসের লাগিয়া তার মানব জীবন?
বিদ্যাতেই বুদ্ধি বৃদ্ধি, বিদ্যাবান সম তার।
ত্রিভুবনে নাহি আর বলিলাম সার॥
বিদ্যার প্রভাবে দেখ বিদ্যুৎ প্রবাহ।
ভূতলে কতই কার্য্য করে অহরহ॥
বাষ্পযান, ব্যোমযান, জলযান আর।
বিদ্যাবলে আবিষ্কার কত চমৎকার॥
সহস্র সহস্র লোক যাহা অসম্ভাবিত।
বিদ্যাবলে অনায়াসে হয় সম্পাদিত॥
বিদ্যার মহত্ত্ব কি যে জন বিদ্যা নাই।
মনে মনে চিন্তা করি দেখহ সবাই॥
অধিক কি অন্ধ, মূক, বধির যে জন।
বিদ্যার কৌশলে কত করিছে সাধন॥
কুরূপের রূপ বিদ্যা নিষ্কুলের কুল (৩১)।
বিদ্যারত্ন মহাধন জগতে অতুল॥

---

(৩১) "অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে"
চাণক্য নীতি।

এহেন বিদ্যার পদে রাখ সদামতি।
মহাশক্তিভূতা বিদ্যা মাতা সরস্বতী॥
বিদ্যার উদ্দেশ্য নয় পদপদার্জন।
শিল্পকলা বাণিজ্যাদি তার প্রয়োজন॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস (৩২) দেখ মাড়োয়ারী।
তোমরা বাণিজ্য বৃত্তি (৩৩) ধর ত্বরা করি'॥
অজ্ঞাত বাসের কাল এবে অবসান।
আর কেন লাভহীন কর্ম্ম অনুষ্ঠান?
কেবল দারিদ্র্য নয় তাহার কুফল।
স্বধর্ম্মহীনতা তার বিষময় ফল॥
আমাদের নিজধর্ম্ম কর আচরণ।
যত শীঘ্র পার ত্যজ বৈশ্যের ধরম (৩৪)॥
আপদে নিয়ম নাস্তি দোষ নাহি তায়।
নিরাপদে অনিয়ম কভু না যুয়ায় (৩৫)॥

---

(৩২) "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"

(৩৩) ব্রাহ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা উক্ত হইল, ক্ষত্রিয় বিপন্ন হইলেও তদনুরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।
মনু ১০।৯৫

(৩৪) "স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্"
শ্রীমদ্ভাঃ ৩স্কঃ ২৮ অঃ ২ শ্লোক।
বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥ মনু ১০।৯৭

(৩৫) কিন্তু আপদ মুক্ত হইলেই হীন বৃত্তি ত্যাগ করিবে।
মনু ১০।৯৮

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যদি আপদ্ বিনা অপরকালে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম না করে তাহা হইলে পাপযোনি প্রাপ্ত হয়। মনু ১২।৭০

আর এক শুভ যোগ হইয়াছে এবে।
ইংরাজের সম নৃপ না হইবে ভবে॥
এমন অপক্ষপাতী সমদর্শী প্রভু।
না ছিল এদেশে আর না হইবে কভু॥
এক কর্ম্ম ত্যজি' কর্ম্ম অন্তর গ্রহণে।
কোন বাধা নাই দেখ তাঁর সুশাসনে॥
যোগ্যের আদর সংপাত্রের সম্মান।
বিশ্বের মঙ্গল হেতু হয়েছে বিধান॥
কোনরূপ পীড়নের শঙ্কা মাত্র নাই।
এ সুযোগে অগ্রসর হও সবে ভাই॥
পরধর্ম্ম ত্যজি' কর স্বধর্ম্ম আশ্রয়।
তায় যত দুঃখ তায় নাহি কর ভয়॥
কি কর্ম্ম করিয়া কার হইল উন্নতি।
চক্ষু মেলি' দেখি চেষ্টা কর শীঘ্রগতি॥
নিশ্চেষ্ট থাকিলে ক্ষতি হইবে তোমার।
উদ্যোগীর প্রতি কৃপা হয় কমলার (৩৬)॥
সকলেই বিষ্ণুভক্ত আমরা ত ভাই।
কমলা কৃপার তবে অভাব ত নাই॥
অল্পমাত্র সাধনার শুধু প্রয়োজন।
তাহাতেই ভূবি ভূবি করিবে অর্জ্জন॥

(৩২) মহিলাগণের প্রতি।

মা লক্ষ্মীরা শুন সবে হ'য়ে একমন।
তোমরাও স্মর এই আদি বিবরণ॥

---

(৩৬) "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতিলক্ষ্মীঃ" রামায়ণ।

দীর্ঘ দরিদ্রতাবশে কুরীতি বিশেষ।
যাহা কিছু অন্তঃপুরে করেছে প্রবেশ॥
তন্ন তন্ন করি তার কর অন্বেষণ।
শিষ্ট জাতি পানে লক্ষ্য রাখি' অনুক্ষণ॥
একে একে সেগুলির কর পরিহার।
প্রাণপণে ধর সবে উচ্চ ব্যবহার॥
যতই দরিদ্র হো'ক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।
কে কবে করিয়া থাকে মন্দ আচরণ?
দরিদ্রতা ভাণ মাত্র যে যেরূপ চান।
ভগবান সেইরূপে তাহারে দেখান॥
ইহাতে বিশ্বাস যেই না করে স্থাপন।
কেন না সে নিজ দোষী হইবে গণন?
অনুত্তম ব্যবহার করি' অজ্ঞানে।
মূঢ় যেই আশা করে সমাজে সম্মানে॥
ভদ্ররীতি বহুকাল বর্জিলে পতন।
অবশ্যই লোকে ভাবে পতিত গণন॥
লোকে মান্য না করুক তাহে নাহি ক্ষতি।
ভাল না হইলে কিসে হইবে সদ্গতি?
জীবন কুহক নয়, মৃত্যু নয় শেষ।
পরকালে দৃষ্টি সদা রাখিবে বিশেষ॥
নিষিদ্ধ ভোজন, অবিহিত আচরণ।
কখনই করিও না থাকিতে জীবন॥
তোমরা যে উচ্চ বংশ সদা রাখ মনে।
সে উচ্চতা তরে যত্ন কর প্রাণপণে॥

কায়স্থেরা দেখ এবে প্রায়শ্চিত্ত করি'।
শূদ্রাচার করে ত্যাগ ক্ষত্রবৃত্তি ধরি' ॥
উচ্চ বর্ণ যদি হয় অতি নিষ্কিঞ্চন।
তবু কি সে ছাড়ে নিজ ইষ্ট আচরণ ?
অবস্থার বিপর্য্যয়ে জমেছে জঞ্জাল।
ধর সম্মার্জ্জনী বৃথা কাটা'ওনা কাল ॥

(৩৩) সকলেব প্রতি।

নারী কি পুরুষ সবে হও হিতব্রতী।
প্রেমনেত্রে হের সদা আপনার জাতি ॥
এক পরিবাব ভাব সর্ব্ব জাতি জনে।
আত্মপর নিরন্তর নাহি চিন্ত মনে ॥
অমূল্য সময় বৃথা ব্যয নাহি কর।
কোন শুভকর্ম্মে রত থাক নিবন্তর ॥
পরচর্চ্চা কর ত্যাগ, আত্মচর্চ্চা ধর।
আত্ম চিন্তা উন্নতিব পথ মুক্ততর ॥
দেহের উন্নতি কব চবিত্র উন্নতি।
সদা মনে রাখিবে 'তোমরা ক্ষত্রজাতি' ॥
স্বজাতিকে ভালবাস ছাড় কুপ্রকৃতি।
সদাই ভাবনা কর সাধিতে উন্নতি ॥
যাদৃশী ভাবনা যার সিদ্ধি সে প্রকার (৩৭)।
মহাজন বাক্য এই মনে রেখো সাব ॥
অর্থে বা সামর্থ্যে বাক্যে কিম্বা মনে মনে।
স্বজাতির হিত চেষ্টা কর প্রাণপণে ॥

৩৭) যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী" গীতা।

যে যা পার তাই ভাল অন্য কিছু নয়।
সেতুবন্ধে দারু মার্জ্জারিকা সাক্ষ্য হয়॥
স্বজাতি উন্নত হ'লে যে আনন্দ মনে।
তার সমতুল কিছু নাই ত্রিভুবনে॥
কর হরিনাম নিত্য, ধর সদাচার।
নিশ্চিত অভীষ্ট লাভ হইবে সবার॥

(৩৪) অনাথগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি।

এই জাতি মধ্যে যেবা আছ অকিঞ্চন।
নর, নারী, কি বালক কর আবেদন॥
নিজ নিজ পর্গণার যোগ্য মালিকেরে।
অথবা এ শক্তিহীন দীন ঝাড়ুদারে॥
জানিতে পারিলে চেষ্টা হইবে নিশ্চয়।
চেষ্টাতেই সিদ্ধিলাভ না কর সংশয়॥

(৩৫) নেতৃমণ্ডলীর নিকট ভিক্ষা।

কেদার, খান্দার, সাহাপুর, ভঞ্জভূম।
চেতো চন্দ্রকোণা, ভুরশুট, হুইভূম॥
মণ্ডলঘাট, মান্দারণ আর গর্গপুর।
দ্বাদশ ঢেঁকিয়া, ত্রয়োদশ খড়্গপুর॥
পর্গণার জাতীশ্বর আর ভ্রাতৃগণ।
ভবদীয় শ্রীচরণে এই আবেদন॥
মূল গ্রন্থে বিস্তারিত হইয়া বিজ্ঞাত।
নিরুৎসাহ করি' ত্যাগ হউন জাগ্রত॥
বারেক বান্ধিয়া কটি করিয়া যতন।
অজ্ঞাতবাসের ক্লেশ করুন মোচন॥

বঙ্গদেশে যত জাতি যে যেখানে আছে।
স্বজাতি উন্নতি তরে সবাই লেগেছে॥
এ সময়ে নিদ্রা যাওয়া না হয় উচিত।
করুন যাহাতে হয় স্বজাতির হিত॥
জাতীয় মন্দিরে দীপ তুল্য আপনারা।
নিষ্প্রভ রহিলে সর্ব্বজাতি দিশাহারা॥
জাতীয় মহত্ত্ব যদি চা'ন ফিরে পেতে।
করুন যতন একযোগে নানা মতে॥
অধীনের আর এক আছে নিবেদন।
নিজ নিজ পর্গণায় করুন স্থাপন॥
ধর্ম্মের ভাণ্ডার নাম 'শোলাঙ্কি ভাণ্ডার'।
জাতীয় অনাথা যাতে পাইবে আহার॥
পর্গণার প্রতি গ্রামে ভাণ্ডভিক্ষা করি'।
পালন করুন যত অনাথা নারী॥
যাহাতে সম্ভ্রম রক্ষা হইবে সমাজে।
বণিক্ প্রভৃতি জাতি সাক্ষ্য তার আছে॥
বিবাহাদি কর্ম্মে দান করিয়া সংগ্রহ।
পাঠার্থী শিশুর প্রতি করুন উৎসাহ (৩৮)॥
অনাথার রক্ষা দরিদ্রের বিদ্যা দান।
কিছুদিন করিলেই হইবে কল্যাণ॥

---

(৩৮) দেয়া বিদ্যার্থিনে বিদ্যা, দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে।
ভীতেভ্যশ্চাভয়ং দদ্যাৎ, ব্যাধিতেভ্য স্তথৌষধিং॥
কলৌ চত্বারি দানানি ন পশ্যেৎ দানপঞ্চমঃ॥
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

ভাণ্ডারের বাৎসরিক 'শুক্রোৎসব' নাম।
করুন প্রতিষ্ঠা যাতে হবে নব প্রাণ ॥
এ উৎসবে সমাদরে করি' নিমন্ত্রণ।
সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ॥
ভাবী সমাজের মূর্ত্তি নেহারি' নয়নে।
সময় থাকিতে চেষ্টা করুন যতনে ॥
সেই দিনে শিক্ষিত সজ্জন সঙ্গযোগ।
তাহাদের যাতে হয় করুন সুযোগ ॥
সাধু উপদেশ লাভ করা'বার তরে।
সকলে করুন যত্ন সেই অবসরে ॥
সাহসী, সুবিজ্ঞ, ধীর ধনাঢ্য, সদয়।
স্বাধীন বাণিজ্যজীবী, আর সদাশয় ॥
স্বজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী এক প্রাণ সবে।
হেন পরিচয় হবে শোলাঙ্কির কবে?

(৩৬) শোলাঙ্কি বালকের প্রতিজ্ঞা।

সুশীল, সুবুদ্ধি, ধীর, প্রিয়বাদী হব।
গুরুজন বাক্য সদা পালন করিব ॥
ভগবানে ভক্তিমান গুরু দ্বিজে প্রীতি।
ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রতিবেশী প্রতি ॥
যথাবিধি রাজভক্তি শাস্ত্রের সম্মত।
ভূপতির সুনিয়ম মানিব সতত ॥
ভাই ভগিনীর প্রতি হব স্নেহবান।
দাসদাসী প্রতি অনু[illegible]ল অনুষ্ঠান ॥

অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট না করিব।
সতত উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিব॥
বিলাসীর মত কেশ কভু না কাটিব।
নিত্য নিয়মিতরূপে আহ্নিক করিব॥
থাকিব সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার।
সাধ্য মত বিলাসের দ্রব্য পরিহার॥
শরীর (৩৯) উন্নতি তরে প্রত্যহ ব্যায়াম।
চরিত্রের তরে নিত্য শুভ অনুষ্ঠান॥
অর্জ্জনে সক্ষম একবিংশ বয়ঃক্রম।
না হইলে না করিব বিবাহ কখন॥
ব্রহ্মচর্য্য তরে যত্ন সতত রাখিব।
ব্রহ্মচর্য্য পালি' সবে দীর্ঘায়ু হইব॥
যত অর্থ অর্জ্জন করিব জীবনেতে।
দশমাংশ লাগাইব সমাজের হিতে॥
ভাগ্যক্রমে নাহি হয় আপন নন্দন।
স্বজাতীয় শিশু বৃন্দে ভাবিব আপন॥
তাদের কল্যাণ তরে স্বসুতের ন্যায়।
অকুণ্ঠিত হইয়া করিব ধনব্যয়॥
কখন কাহার প্রাণে কষ্ট নাহি দিব।
সাধ্যমত উপকার সবার সাধিব॥
অবিনয় কটুবাক্য করিব বর্জ্জন।
ধর্ম্ম পথে থাকি' ধন করিব অর্জ্জন॥

(৩৯) "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" কুমারসম্ভব।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কায, নিদ্রা নিয়মিত।
আহার, বিশ্রাম, ক্রীড়া সব পরিমিত ॥
রাখিব সকল দ্রব্য যার যেই স্থানে।
নষ্ট না হইবে কাল বৃথা অন্বেষণে ॥
অজ্ঞাতবাসের কর্ম্ম নহে লাভবান।
ধনাকাঙ্ক্ষী তাহা নাহি করে অনুষ্ঠান ॥
কত জাতি কত মতে সাধিছে উন্নতি।
কৃষিকর্ম্মে আমাদের কেবল দুর্গতি ॥
লাভ হীন কর্ম্ম ছাড়ি' নবীন উদ্যমে।
শিখিব নূতন কর্ম্ম অর্থ যাতে জমে ॥
প্রাণপণে সারাদিন নিয়ত খাটিব।
ধনবৃদ্ধি তরে যত্ন সতত রাখিব ॥
আলস্য করিয়া ত্যাগ ক্ষত্রিয় বিক্রমে।
সতত করিব চেষ্টা বিদ্যা ধনাগমে (৪০) ॥
বিদ্যায় বিনয় জন্মে, বিনয়ে পাত্রতা।
পাত্রতায় ধন, ধনে ধর্ম্ম প্রবণতা ॥
ধর্ম্ম হতে সুখ হয় (৪১) শাস্ত্রের বচন।
হেন বিদ্যা না শিখিলে কিসের জীবন ?
অতএব বিদ্যাতরে করিলাম পণ।
তাতে যত ক্লেশ নাহি করিব গণন ॥

---

(৪০) "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ"
(৪১) "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখং ॥"

দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য জাতি আছে যত।
কারও নিম্নে নয় মোরা ভাবিব নিয়ত॥
স্বজাতির সমাদর শ্রীবৃদ্ধি সাধন।
এবই তরে আমাদের জীবন ধারণ॥
কভু যদি কাঁটা ফুটে স্বজাতি চরণে।
করিব উদ্ধার তাহা ধরিয়া দশনে॥
স্বজাতির গৃহ কর্ম্মে না বাসিব লাজ।
না করিব কভু প্রতিকূল জাতি কায॥
স্বাধীন জীবিকা আছে এখন যেরূপ।
সাধ্য মত যত্ন ল'ব রাখিতে সেরূপ॥
ধেনু অশ্ব আদি জীবে করিব যতন।
অতিথি অনাথ সেবা আমাদের পণ॥
শোলাঙ্কি ক্ষত্রিয় মোরা নহি শূদ্র দাস।
ভগবান আমাদের পূরাবেন আশ॥

(৩৭) শোলাঙ্কি বালার অধ্যবসায়।

শোলাঙ্কি আমরা অগ্নিকুলেতে উদ্ভব।
যবন শাসনে ক্ষীণ হয়েছে গৌরব॥
ইংরাজের সুশাসনে করিব উদ্ধার।
সে গত গৌরব পূর্ব্ব মহিমা অপার॥
ইংরাজের সম নৃপ ভূমণ্ডলে নাই।
এমন ভূপতি ভক্তি রাখিব সবাই॥
বর্গির হাঙ্গামা কালাপাহাড় পীড়ন।
আদি উপদ্রব নাই বঙ্গেতে এখন॥

এই শান্তিময় কালে করি প্রাণপণ।
স্বজাতি মঙ্গল হেতু করিব যতন॥
আমরা নাহিক আর শুক্রের সংসারে।
সে সম্পদ ফুরায়েছে অদৃষ্টের ফেরে॥
কিন্তু কারও চিরদিন সমান না যায়।
সে সম্মান পেতে এবে করিব উপায়॥
ভগবানে ভক্তি রাখি' হৃদে রাখি' বল।
সকলেই করিলাম প্রতিজ্ঞা অটল॥
যাতে সমাজের হিত স্বজাতির সুখ॥
সেই কার্য্য করিবারে না ভাবিব দুঃখ॥
দরিদ্র হ'য়েছি এবে ভয় তায় নাই।
গৃহকর্ম্মে সুখে রত থাকিব সবাই॥
বসিয়া না খাব বিলাসিনী নারী মত।
কোন কিছু শুভকর্ম্মে থাকিব ব্যাপৃত॥
ইংরাজ মহিলা দেখি অতি সুশোভনা।
গৃহে কিন্তু নানা কাযে সতত মগনা॥
জগতে উন্নত জাতি যে যেখানে আছে।
সকলেই সদা ব্যস্ত থাকে নিজ কাযে॥
পর চর্চ্চা পর নিন্দা বৃথা কালক্ষয়।
আর না করিব কভু দুঃখ যাতে হয়॥
পশু প্রায় নরনারী বিদ্যা না শিখিলে। (৪২)
বিদ্যা শিক্ষা (৪৩) সযতনে করিব [illegible]

(৪২) "বিদ্যাহীনা পশুভিঃ সমানাঃ [illegible]"
(৪৩) "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

ইংরাজ রমণী দেখি সবাই শিক্ষিতা।
শিক্ষার প্রভাবে তারা হ'য়েছে উন্নতা ॥
গোলাঙ্কি সমাজে কেহ অজ্ঞ নাহি রয়।
এ প্রার্থনা পূর্ণ কর হরি দয়াময় ॥
আর্য্য আচরণ নিত্য করিব পালন।
তামস আচার আজি হ'তে বিসর্জ্জন ॥
ভগবান, আর্য্য শাস্ত্র, আর্য্য রীতি নীতি।
এ সকলে নিরন্তর রাখিব ভকতি ॥
দ্বাদশ বৎসর (৪৪) বয়ঃ না হইলে আর।
পরিণয় না করিব যথা সদাচার ॥
ধীরের গৃহিনী হব ধীরের প্রকৃতি।
মনেতে রাখিব ধীরভোগ্যা বসুমতী ॥
গুরুজন পরিজনে করিব যতন।
সকলের শান্তি তরে জীবন ধারণ ॥
নিজ নিজ ক্লেশে ক্লেশ না করিব জ্ঞান।
আমরা পরের লাগি' ধরিব পরাণ ॥
প্রাণ পর লাগি,' পর লাগি' অলঙ্কার (৪৫)।
পর উপকারে (৪৬) সুখ মানিব অপার ॥
দেব দ্বিজে ভক্তি, পুণ্য, অতিথি সৎকার।
ধেনু বৎস আদি জীবে প্রিয় ব্যবহার ॥

---

(৪৪) 'ত্রিংশৎবর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।"
মনু ৯।৯৪

(৪৫) "পরলাগি ভূষণ, পরলাগি জীবন,
পর উপকারে মানে সুখ"—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

(৪৬) "পুণ্যং পরোপকারেষ্যাং পাপঞ্চ পরপীড়নে"

রি' পতি যেই আনিবেন ধন।
সতত করিব তাহা যতনে রক্ষণ॥

পতিব্রতা নারী অবনীর অলঙ্কার।
পতির সন্তোষ তরে সব দুঃখ ছার॥

কালবশে মন্দ হয় অদৃষ্ট আপন।
স্বজাতি মর্য্যাদা নাহি করিব লঙ্ঘন॥

শোলাঙ্কি ভাণ্ডার আর স্বীয় পরিশ্রমে।
করিয়া নির্ভর সদা থাকিব সম্ভ্রমে॥

স্বজাতির বাড়ী—সে ত আপনার ঘর।
অন্য স্থানে কায—লজ্জা নাই তার পর॥

সতত রাখিব সবে কৃষ্ণপদে মতি।
প্রাণপণে স্বজাতির সাধিব উন্নতি॥

(৩৮) ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

জীবনের পথে যত হইতেছি অগ্রসর।
দরশন শক্তি যত হইতেছে খরতর॥

ততই বাড়িছে জ্ঞান-'সকলই মঙ্গলময়'।
অশুভের অন্তরালে শুভ বীজ উপ্তরয়॥

বিষাদের আছে শুভ উদ্দেশ্য মহান্।
বিষাদিত নাহি পায় তাহার সন্ধান॥

ভানুর উদয়ে যথা প্রভাত নিশ্চিত হয়।
জগতের যত কিছু সকলই মঙ্গলময়॥

মঙ্গল আলয় হরি! জীবেরই মঙ্গলতরে।
সৃজন পালন লয় করিতেছ এ সংসারে॥
মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা থাকে নিহিত সংহারে।
অবনতি?—সেত শুধু উন্নতির তরে।
পাণ্ডব তাহার সাক্ষ্য হে করুণাময়!
সুখে দুঃখে তোমাতেই মতি যেন রয়॥
বর্ত্তমান অবস্থায় হতাশ না হই।
সবই তব অনুমত ভাবি হে সদাই॥
কিন্তু নাথ! জীবমাত্রে দেখি এ বিচিত্র গতি।
সকলে সাধনা করে সাধিতে ক্রম উন্নতি॥
যে নিয়মে তারা চলে আমরাও সে বিধানে।
বিগত গৌরব তরে কাঁদিতেছি ও চরণে॥
হও তাহে অনুকূল দয়াল নাথ।
তব কৃপা ব্যতীরেক সবই অসম্ভব।

(৩৯) ফলশ্রুতি।

শোলাঙ্কি বিচার এই যে করে পঠন।
অনায়াসে হয় তার দারিদ্র্য মোচন॥
পড়িয়া শুনায় যে দ্বিগুণ ফল পায়
আপন দারিদ্র্য নাশে অন্যের কমায়॥
ক্রয় করি' এ পুস্তক করে বিতরণ।
শোলাঙ্কি সমাজে মান্য হয় সেই জন॥
পড়িয়া যে কার্য্য করে জাতি হিতকর।
জীবন থাকিতে স্বর্গ লভে সেই নর॥

(৪০) প্রণেতা।

পঞ্চদশাধিক ত্রয়োদশ শত সনে।
আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়ার দিনে ॥
শোলাঙ্কির পরিচয় করিল প্রকাশ।
সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী দীন সত্যদাস ॥

পরিশিষ্ট।

(৪১) অন্যান্য জাতিবৃন্দের প্রতি অনুনয়।

হে ভারতবাসি! অন্য জাতি সাধারণ।
সবার সমীপে নম্র এই অকিঞ্চন ॥
অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি প্রেমের বন্ধন।
যাবৎ না হয় ততদিন কদাচন ॥
সমাজে মঙ্গল নাই নিশ্চিত নিশ্চিত।
ছাড়ুন বৈষম্য, দ্বেষ, চান যদি হিত ॥
পর হয় আত্মজন প্রেমের কৌশলে।
স্বজন অপর বিদ্বেষের বিষফলে ॥
অহিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রেমের প্রভাবে।
শুদ্ধ হিন্দু ক্রমে হ্রাস হয় প্রেমাভাবে ॥
তথাপি প্রেমের ভাব কেন নাহি হয়?
হায়! হায়! কত দিনে হবে জ্ঞানোদয়?
কেহ বলে জাতি-ভেদ মঙ্গল নিদান।
কেহ বলে ঐ পাপে হিন্দুর নির্ব্বাণ ॥

কেহ বলে পূর্ব্বভাব হ'য়ে বিবর্জ্জিত।
নানা রূপে বিপদ করিছে সংঘটিত॥
যাই হ'ক বিকরণ করে প্রীতিহীন।
ইহাতে দ্বিমত নাই, অতি সমীচীন॥
বৃথা আত্ম অভিমানে আর কাজ নাই।
ভাবুন সবাই সম পথকাম ভাই॥
স্বজাতির শুভ চিন্তা করুন সবাই।
অন্য জাতি পানে প্রেম নেত্রপাত চাই॥
অপরের উন্নতিতে বাধা নাহি হয়।
বরঞ্চ সকলে তারে হউন সদয়॥
'সর্ব্ব জাতি-শুভকরী সমিতি' স্থাপন।
কথা কি কর্ত্তব্য কে'ন না হয় এখন?
সকলের উন্নতিতে আপন উন্নতি।
পালুন যতনে এই শুভ মহানীতি॥
সমাজ শরীর চান দেখিতে প্রবল।
ধীর ভাবে প্রতি অঙ্গ করুন সবল॥
আপনারা অনাদর করেন যাহারে।
বিধর্ম্মী কি গুণে প্রেমে লয়েন তাহারে?
গৌরাঙ্গ যেমন হীন জনের আশ্রয়।
বিধর্ম্মীও সেইরূপ দেখুন নিশ্চয়॥
খনির সমল মণি মণিকার যথা।
করি' সংস্কার মূল্য বাড়ান সর্ব্বথা॥
সেইরূপ দলভুক্ত করি' অজ্ঞ নর।
বিধর্ম্মী কেমন তার বাড়ান আদর

কেবল মানবে নয় এই আচরণ।
পবিত্যক্ত বস্তুতেও দেখন লক্ষণ॥
গতাসুর যে অস্থিতে কোন কায নাই।
সেই অস্থি কত কায সাধে এবে ভাই?
তাই শাব মহোন্নতি ঈশ্বর কৃপায।
বোধে হেন সাধ্য নাই কাহারও ধরায॥
মানবে মানবে ঘৃণা (৮৭) ত্যজিযা অন্তরে।
অশিক্ষিতে শিক্ষাদান করি' সমাদরে॥
সমাজের হিত চেষ্টা করুন সকলে।
অন্যথা যাইতে হবে কালের কবলে।
চি' ভিন্ন জগতের অন্য জাতি প্রতি।
উন্মালিত নেত্রে লক্ষ্য রাখন সম্প্রতি॥
যে নীতিতে নহে নীতি জাতের হয়।
সে নীতির অনাদরে বিলোপ নিশ্চয়॥
বিশ্বপতি যন্ত্রী তাব দাস যন্ত্র হয়।
যেমন বলান, বলি, জানিবে নিশ্চয॥
রচি' এই আখ্যানিকা তার আজ্ঞাক্রমে।
ফলাফল অর্পিলাম তাবই শ্রীচরণে॥

(৪৭) "সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।" শ্রীমদ্ভাগবত।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

বিশেষ ভাবসাধন।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ॥

মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী।

'সমস্তসাধনমচ্যুত'।

"কর্ম্ম বন্ধন নাশন॥

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ গীতা।

সমপ্রাণ শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত কর্ম্মকার এম, এ, মহাশয় প্রতি॥

শ্রীকান্ত-সেবক শ্রীল শ্রীকান্ত। জীবন।
তোমার বড়ই সাধ সমত্ব স্থাপন॥
আসিছেন কল্কি এবাকার অবতার।
তব আশা পূর্ণ হবে ভয় নাহি তার॥
তোমার প্রাণের কথা ভাবনেত্রে হেরি'।
সখা তব রচিয়াছে সঙ্গীত লহরী॥
রচনার পরে মনে হ'ল কথা তব।
তাই সমর্পণ করি তোমারে এ ভাব॥
আশা করি সমাদরে করি' অধ্যয়ন।
নিতাই গৌর পদে প্রাণ করিবে অর্পণ॥

শার্দ্দূলাদি গ্রামে আসি জীব নাহি নাশে।
সমুদ্র উদ্বেল হ'য়ে না ভাসায় দেশে॥

যাঁর করুণায় তিনি ঈশ্বরসবার।
বিশ্ব-বিনির্ম্মিত হইয়াছে ভাবে যাঁব ॥
মন দিয়া তাঁর চিন্তা কর জীবগণ।
একান্ত মনেতে লও তাহাব শরণ ॥
দেহেব ভিতরে মন মনোমধ্যে ভাব।
সাবধানে বুঝ দেখি ভাবেব প্রভাব ॥
কর্ম্ম অনুসারে গুণ, গুণকর্ম্মে জাতি।
জন্ম ত নিদান নয় শ্রীগীতাব উক্তি ॥
সমকর্ম্মী সহ যৌন সম্বন্ধ স্থাপনে।
কর্ম্মের উন্নতি হয় ভেবে দেখ মনে ॥
তাহাই হইত পূর্ব্বে এবে আব নাই।
যাব যেই কর্ম্ম সদা কবিত সবাই ॥
সেই ভাব সীমাবদ্ধ কৃত্রিম ভাবেতে।
হইয়া বিবিধ ক্লেশ দিতেছে ভারতে ॥
তাই জন্মগত জাতি হইযাছে এবে।
কর্ম্ম বিপর্য্যয়ে কিন্তু ক্লেশ পায় সবে ॥
যত অবতার যত পণ্ডিত মণ্ডলে।
কেহ হেন জাতিপ্রথা ভাল নাহি বলে ॥
কেহ বা স্বকর্ম্ম করি' খাইতে না পায়।
তার সে 'স্বকর্ম্ম' এবে কেহ নাহি চায় ॥
কাযেই বিপদে পড়ি' অন্য কর্ম্ম ধবে।
সে কর্ম্মীব অন্নাভাব দেখা দেয় পরে ॥
এইরূপে সমাজেতে অনর্থ ঘটন।
হইয়া চক্রীব ইচ্ছা কবিছে পূরণ ॥

সমাজ শাসনাভাব আর এক কারণ।
সে সমাজ ফিরে পাওয়া কঠিন এখন॥
স্থানীয় মানব সংখ্যা থাকিত সমান।
নাহি মিলাতেন বিভু বিশ্ব একস্থান॥
জন্মমত কর্ম্ম হ'ত ঈশ আকাঙ্ক্ষিত।
তবেত সে ভাব হ'ত পুনঃ প্রত্যাগত॥
কারণ অভাবে কার্য্য অভাব নিশ্চয়।
সে সমাজ আশা ত্যাগ বিহিত কি নয়?
এক কর্ম্মী করে অন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
সে কর্ম্মিত্ব পায় সেই শাস্ত্রের প্রমাণ॥
সেই কর্ম্ম অনুসারে গুণ হয় তার।
গুণ কর্ম্ম অনুযায়ী বর্ণ সে প্রকার॥
সেই বর্ণে সেই বর্ণে সম্বন্ধ স্থাপন।
করুন যদ্যপি হিত করিবার মন॥
শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ করি' প্রণিধান।
কর্ম্মগত জাতি প্রথা হউক বিধান॥
শাস্ত্রী যদি বস্ত্রী জল করে আস্বাদন।
হয় না কি শাস্ত্রিত্বের সঙ্কোচ সাধন?
আমি পুরোহিত সদা ঈশ্বর-ভাবনা।
বৈবাহিক মৎস্য বেচে ধীবরারাধনা॥
কেমনে মনেতে তার বল শান্তি হয়?
আমি ঈশকথা তিনি মীন কথাশ্রয়॥
সামান্য যৌতুক দেওয়া আমার ক্ষমতা।
তায় তাঁর গৃহ ঠাঁই শুনি কত কথা॥

এইরূপে নানামতে সদা দুঃখ পাই।
ভাব দেখে ভাব করা বিধান কি নাই ?
যদি বল জন্মগত শুদ্ধ্যশুদ্ধি হয়।
তাহাতেও ভ্রমভব হইছে নিশ্চয়॥
জন্মেতে সবাই শূদ্র শাস্ত্রের বচন।
শিক্ষা সংস্কারে পায় শুদ্ধ আচরণ॥
দ্বিজাতির ভবনে যবন এবে হেরি।
তাই মনোদুঃখে এত প্রযতন করি॥
অদ্বিজ আলয়ে হেরি সাধু আচরণ।
অকপট ভাবে তাই করি প্রযতন॥
ভাবের উন্নতি যদি হয় প্রয়োজন।
ভাবে ভাবে ভাব করা উৎকর্ষ সাধন॥
যদি বল হবে তায় সব একাকার।
ভবিষ্য পুরাণে আছে কি দোষ তোমার ?
এক ভাব হ'লে হবে এক আচরণ।
একাচারে একভাব হয় কদাচন॥
বিজ্ঞান-উন্নতি যদি তব প্রয়োজন।
বিজ্ঞানীর সহ ভাব, নয কি সাধন ?
সম্বন্ধজ ভাব আলাপজ ভাব হ'তে।
অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হয় ভেবে দেখ চিতে॥
ধন ধন, শিক্ষা শিক্ষা, করে অন্বেষণ।
সমাজের বিভিন্নাংশে দেখি এ লক্ষণ॥
অকপটে চিন্ত মনে তাহার কারণ।
ভাব-সামঞ্জস্য হয় তার প্রয়োজন॥

ধনী দরিদ্রের বাড়ী কদাচিৎ যায়।
কোথায় সমতা ? নামে এক জাতি হায়।
অপর জাতীয় ধনী মিত্র যদি হয়।
তার কার্য্যে যত টান নিধনীতে নয়॥
বিশেষ মনিব যদি করেন পেযার।
প্রেজুডিস্ ত্যজি' হয় অবারিত দ্বার॥
সোডা লেমনেড পাঁউরুটী বিস্কুটাদি।
ব্যবহারে দোষ নাই যথা গঙ্গানদী॥
তবুও ভারতবাসী সংস্কারের ফলে।
পরস্পর পরস্পরে ঘৃণা করি চলে॥
ঘৃণার সমান পাপ নাই ত্রিজগতে।
প্রেমের সমান পুণ্য না পাই হেরিতে॥
নিরামিষে যত দোষ ক্রমে শুদ্ধ হয়।
বিরুদ্ধ ভাবের সঙ্গে দোষ উপজয়॥
যার যেই ভাব সেই সেই ভাবী সহ।
মিলিতে পাইলে ভাব পুষ্ট অহরহ॥
জগতে এমন দিন কবে দেখা দিবে।
কৃত্রিম জাতির দোষ সব ঘুঁচে যাবে॥
ভাবের অভাব দোষ হইবে গণন।
ভাবে ভাবে ভাব হ'যে চলিবে সাধন॥
সমভাবে আহারাদি নিশ্চয় সমান।
হইবে আশঙ্কা নাই কর প্রণিধান॥
যদি দেখ ভাবে এক, অন্য আচরণ।
বুঝিবে এখনও ভাব নহে সংশোধন॥

সমভাব হ'লে সম আচার করিবে।
তখন তাহার সহ সম্পর্ক পাতিবে॥
পক্ষান্তরে যদি এক জাতির ভিতর।
ভাবে ভাবে সাদৃশ্য না হেরি পরস্পর॥
কদাচ সেখানে তুমি কায নাহি কর।
করিলে উদ্দেশ্য তব বিনষ্ট সত্বর॥
'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' সদা মনে রাখ।
মাতুল স্বভাব সদা অন্বেষিয়া দেখ॥
মাতুল যদ্যপি হয় ইষ্টক বিক্রেতা।
ভাগিনেয় হবে সেই প্রকৃতি সর্ব্বথা॥
নামে এক জাতি দেখে দিলে ঐ ফল।
কিছুতেই ত্রাণ নাই, ফলিবে কুফল॥
নামে ভিন্ন জাতি কিন্তু ভাবে ভিন্ন নয়।
ভাব সাম্যে আচরণ অভিন্ন নিশ্চয়॥
হেন ঘর পাই যদি তাহার সহিত।
সম্পর্ক স্থাপনে ভাব শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চিত॥
এইরূপে ক্রমান্বয়ে ভাবপুষ্টি ফলে।
ক্রমশঃ মহৎভাব পাইবে সকলে॥
উন্নতিকে সীমাবদ্ধ করিয়া সম্প্রতি।
হিন্দুর হইছে এবে বিবিধ দুর্গতি॥
প্রচুর উন্নতি কেহ করিলে বিজ্ঞানে।
চর্চ্চার অভাবে তাহা নষ্ট স্বল্পদিনে॥
কিন্তু যদি সে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীর সনে।
পারিত স্থাপিতে নব সমাজ-বিধানে॥

ক্রমে সে বিজ্ঞানোন্নতি হইত সাধন।
পাশ্চাত্য সমাজে তার দেখুন লক্ষণ॥
তাই বলি' বৃথা জাতি করি' সংবরণ।
কটি বাঁধি' ভাব জাতি কর সংস্থাপন॥
কর্ম্ম গুণ অনুসারে বর্ণ বিনির্ণয়
বর্ণ অনুযায়ী গুণ কদাচিৎ হয়॥
জন্মনা জায়তে শূদ্র শাস্ত্রের বচন।
পরে কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্ধারণ॥
পাশ্চাত্য সমাজে তাই আছে সুবিহিত।
শাস্ত্র বৈপরীত্য করি আমরা বঞ্চিত॥
ভাবে ভাবে ভাব হ'সে ভাবের উন্নতি।
হইলে ঘুচিবে তব এ দুঃখ দুর্গতি॥
বৃথা জন্ম অভিমান কর্ম্মই প্রধান।
নির্ম্মল হইলে নদী উৎপত্তি কে চান?
সুবিমল তোয যদি না পাই দেখিতে
উৎপত্তি সন্ধানে বল কিবা ফল তাতে?
জন্ম যদি ধর তবে সব শূদ্র হয়।
কর্ম্ম অনুসারে গুণ, গুণে বর্ণ হয়॥
তাই মহাপ্রভু আমার বিচারিয়া ভাব।
বিশ্ব এক করিবারে ধরিলা স্বভাব॥
তাই বৈষ্ণবের কুলে জাতি ভেদ নাই।
গুণ অনুসারে মিল দেখিবারে পাই।
তবে যে অধুনাতন বৈষ্ণবের গণ।
ভেদ জ্ঞান করে তাহা কুশিক্ষা লক্ষণ॥

হইল যবন, যদি সুশীল স্বভাব।
মহাপ্রভুর গণে তার নাহি ভিন্ন ভাব॥
জন্ম-পাপ-বিনাশন তাই নাম তাঁর।
এস বিশ্ববাসী সবে লও প্রেম তাঁর॥
তাই জগৎগুরু নাম ভারত গুরু নয়।
সেই নাম সিদ্ধ এবে আমেরিকাময়॥
এখনও যে গৌর নিতাই চিনিতে নারিল।
মানব সমাজে তার কেন জন্ম হৈল?
যদি বল এযে পুরাতন সংস্কার।
কেমনে পেরুই নদী কোথা কর্ণধার?
কলহ নাশন কল্কি করহ স্মরণ।
বহুত্বে একত্ব দিবে যাহার শাসন॥
স্মর সদা শ্রীচৈতন্য ভাগবত কথা।
আরও দুইবার প্রভু আসিবেন এথা॥
অদ্য বা দুদিন পরে শাস্ত্রের বচন।
অবশ্যই সিদ্ধ হবে অসিদ্ধ এখন॥
তাই ধর্ম্মসংজ্ঞ তাই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা।
তাই বিশ্বপ্রেম, কর্ম্ম সমন্বয় মেলা॥
তাই ইংরাজের হেথা শুভ আগমন।
অবশ্য সফল হবে শাস্ত্রের বচন॥
বিশ্বপতি বিশ্বপ্রেম বিশ্ব এক প্রাণ।
অনর্থক নয় শাস্ত্র কর প্রণিধান॥
যদি বল ভিন্নাচারী সহ কেমনেতে।
সম্বন্ধ স্থাপন করি কি বুঝিয়া চিতে?

তাহার উত্তর শ্রীচৈতন্য কৃপালবে।
ভাবসাম্যে সর্ব্বজীব সম আচরিবে॥
নিঃসন্দেহ, কণামাত্র নাহিক সংশয়।
সমাচার হ'লে তব রবে নাক ভয়॥
এ বিশ্ব বৈষ্ণব হবে রবে না এমন।
জীবে দয়া কৃষ্ণ নামে রুচি সর্ব্বক্ষণ॥
হইল, বিলম্ব নাই শ্রীমুখের উক্তি।
রোধে তাহা, কাহারও এমন নাই শক্তি॥
সম্প্রদায় গত নহে সুধা কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব আকর্ষক অর্থ তাহার প্রমাণ॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বুঝুন সন্ধান।
চতুঃশত চৈতন্যাব্দ পরের আখ্যান॥
প্রেমানন্দ-প্রেমানন্দে আমেরিকাবাসী।
হইয়াছে ভাগবত ত্যজি' মায়াদাসী॥
পাঠান বৈষ্ণব হয় যাঁর করুণায়।
খৃষ্টাত্ম কৃষ্ণাত্ম হয় যাঁহার কৃপায়॥
সে নিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমুখের বাণী।
অবশ্য সুসিদ্ধ হবে যথা দৈববাণী॥
প্রেমানন্দে সবে বল হরি হরি বোল।
দেহ ত্যজি' দেহী হেরি' হর গণ্ডগোল॥
অকপট প্রেম কর বিশ্ববাসীগণে।
প্রেমে সমাচার তারা ধরুক যতনে॥
ভাগবত! কর এবে উৎকট সাধন।
যাতে প্রভু বাক্য ফল ধরে এইক্ষণ॥

যেই বিশ্বে ভাগীরথী গৌর জগন্নাথ।
সেই বিশ্বে সখী ভাব দেও প্রাণনাথ ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার সার।
ভজরে গৌরাঙ্গ জীব গতি নাই আর ॥
এ কালেতে শ্রী ম মানব রূপেতে।
পেযে যাঁবে পরিতৃপ্ত যে যথামা° মতে ॥
সেই বিশ্বপতি পদে বিশ্ব প্রেম ল'য়ে।
শরণ লউক বিশ্ববাসী এক হ'যে ॥
শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণব সভা সভ্য হ'ক সবে।
জন্মজাতি উঠে হ'ক ভাব জাতি ভবে ॥
শ্রীকৃষ্ণ উন্মুখ আব কৃষ্ণ বিমুখ।
এই ই জাতি ভবে সবাই বুঝুক ॥
হিন্দু বৌদ্ধ জু খৃষ্টান মুসলমান আদি।
সবাই বৈষ্ণব হ'য়ে ব'ক প্রেমনদী ॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত ভবিষ্যৎবাণী।
সিদ্ধ হ'যে ভাগীরথী হ'ক মন্দাকিনী ॥
এ বিশ্ব বৈকুণ্ঠ হ'ক কৃষ্ণানদী পাব।
বিশ্ববাসী গৌর-প্রেমে হউক নিস্তাব ॥
নিত্যানন্দ চাঁদ প্রাণ সত্যেব চরণ।
শ্রীজাহ্নবী গোস্বামিনীর সেবকের গণ ॥
সত্যদাস শ্রীহবি শ্রীআহ্লাদিনী সুত।
প্রকাশিল ভাব জাতি হ'যে ভক্তিপূত ॥
ভগবৎ নাম লও পালা হৈল সায।
যাহা কিছু হয় ভবে তাঁরই করুণায ॥